সকল পাঠক, পাঠিকা ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই বাংলা শুভ নববর্ষের (১৪২৯) প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

সাহিত্য, সংস্কৃতি ও শিল্পকলার ত্রৈমাসিক

আনন্দ অঙ্গন

এই জায়গায় বিজ্ঞাপন দিন মাত্র ৩০০ টাকায় (প্রতি সংখ্যার জন্য)। ডিসপ্লে বিজ্ঞাপন (সাদা-কালো) প্রতি কলম সেমি ৫০ টাকা। প্রথম পাতার প্রতি কলম সেমি ৭৫ টাকা।

বর্ষ-৯, সংখ্যা: ২-৩ যুগ্মসংখ্যা : এপ্রিল-সেপ্টেম্বর, ২০২২ AANANDA AANGAN বৈশাখ-আশ্বিন ১৪২৯

চিত্রশিল্পী অতুল বসু

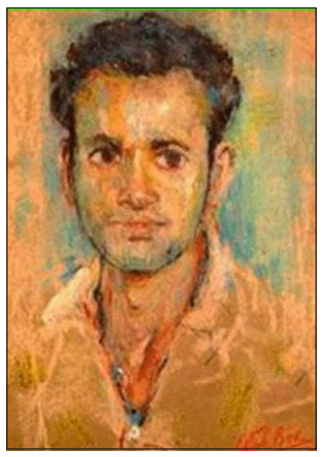

সীমা রায়চৌধুরী : অতুল বসু (১৮৯৮-১৯৭৭) প্রতিকৃতি, প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলি ও সরল মনোরম পল্লীদৃশ্য রিয়ালিস্টিক ধারায় উপস্থাপনার জনপ্রিয় চিত্রকর। অতুল বসুর জন্ম ২২ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৮ সালে ময়মনসিংহে। ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশন, ময়মনসিংহ থেকে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের পর তিনি কলকাতার জুবিলি আর্ট অ্যাকাডেমিতে পড়াশুনা করেন। এ অ্যাকাডেমি বাংলা জাতীয় স্কুলসমূহে বিদ্যমান পাঠ্যসূচির জায়গায় ভিন্ন ধারার পাঠ্যসূচি অনুসরণ করত। বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে ওঠা এ অ্যাকাডেমি সমসাময়িক ব্রিটিশ চিত্র কলার ধারায় ছাত্রদের প্রশিক্ষত করতে আগ্রহী ছিল যা অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ই. হ্যাডেল অনুসৃত ভারতীয় রীতি শিল্প আন্দোলনের বিপরীত ছিল। হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার ও ভবানীচরণ লাহা ছিলেন জুবিলি অ্যাকাডেমিতে তার সহপাঠী। অতুল বসু আর্টএর উপর লন্ডনে পড়াশুনা করার জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বৃত্তি প্রাপ্ত হন।

আত্ম প্রতিকৃতি শিল্পী অতুল বসু

১৯১৯ সালে ইন্ডিয়ান অ্যাকাডেমি অব আর্ট প্রতিষ্ঠায় হেমেন্দ্রনাথ মজুমদারকে সহায়তাকারী শিল্পীদের মধ্যে অতুল বসু ছিলেন একজন। ওয়াস টেকনিকে অঙ্কিত লিরিক্যাল থিম্প-এর সুস্পষ্ট পার্থক্য রেখে রিয়ালিজম-এর ওপর গুরুত্ব আরোপ ও বাংলার স্কুলগুলিতে এর জনপ্রিয়তা সৃষ্টিতে কৃতিত্ব এ অ্যাকাডেমিই দাবি করে। তিনি ছিলেন এই একাডেমির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং তিন বছরের জন্য (১৯৪৫ থেকে) সরকারী আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষের দায়িত্বও পালন করেন। পরে তিনি ইন্ডিয়ান কলেজ অব আর্ট এন্ড ড্রাফ্সম্যানশিপএর পরিচালক নিযুক্ত হন।

শৈল্পিক অভিব্যক্তি বহিঃপ্রকাশে অতুল বসুর পছন্দের মাধ্যম ছিল তেলরং। তাঁর চিত্রকর্ম কোমল উপস্থাপনার জন্য চিহ্নিত ছিল, যা কিনা এমন এক শিল্পীর সৃষ্টি যিনি তাঁর পেশায় সূক্ষ্ম কারিগরি তারতম্য সম্বন্ধে সুজ্ঞাত। চিত্রের ডিটেইলে তুলি সূক্ষ্ম উপস্থাপনা তাঁর চিত্রকর্মের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

ভারত সরকারের বৃত্তিপ্রাপ্ত অতুল বসু উইন্ডসোর ক্যাসেল ও বাকিংহাম প্যালেসে সংরক্ষিত মূল বিষয়বস্তু থেকে প্রতিকৃতি অঙ্কন করেন। তাঁর বিখ্যাত চিত্রকর্মের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো কল্পনাপ্রবণ ও স্মতিজাগরুক 'Sphinx' (স্ফিংস, প্লাইউডে তেল রং) ও অত্যন্ত উঁচু মানের শৈল্পিক দক্ষতায় অঙ্কিত 'Self Protrait' (আত্মপ্রতিকৃতি, ১৯৪৫)। অতুল বসু ভারতীয় রাজনৈতিক নেতাদের প্রতিকৃতি ন্যায়সঙ্গত মূল্যে বিক্রির প্রস্তাব পান এবং এর ফলে তিনি বেশ কিছু গ্রাহক সৃষ্টি করতে সক্ষম হন।

১৯২১ সালে ভবানীচরণ লাহার সহায়তায় অতুল বসু 'সোসাইটি অব ফাইন আর্টস' প্রতিষ্ঠা করেন, যা প্রচলিত প্রাচ্য কলাচিত্রে কর্মতৎপরতা ও প্রদর্শনীর বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদের ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছিল। বোসু চিত্রকলায় প্রাতিষ্ঠানিক ধারাকে গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করেছিলেন। সেকারণে তিনি খুব দ্রুত একজন প্রতিকৃতি শিল্পী হিসেবে পরিচিত লাভ করেন। ১৯৭০ সালে রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাকে ডি.লিট সম্মান প্রদান করেন। অতুল বসুর মৃত্যু ১০ জুলাই ১৯৭৭ সালে।

ছবি আঁকো, ছবি পাঠাও

প্রিয় শিশু ও কিশোর বন্ধুরা,

প্রকৃতি আমাদের চারিদিকের পরিবেশকে সুন্দর শিল্পকলার মাধ্যমে বৈচিত্র্যময় ও মনোমুগ্ধকর সৃষ্টিতে ভরিয়ে দিয়েছে। প্রকৃতির এই সৃষ্ট শিল্পকলাই আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আমরাও শিল্পকলার মাধ্যমে পরিবেশকে সুন্দর করে তুলতে পারি। এসো রঙে, রেখায় ফুটিয়ে তুলি এই প্রকৃতিকে। তাই আর দেরি না করে তোমাদের আঁকা শিল্পকলা / ছবি পাঠিয়ে দাও আমাদের পত্রিকা দপ্তরে।

সর্বভারতীয় শিল্পকলা পরিষদের বার্ষিক সমাবর্তন ও শিল্পকলা অনুষ্ঠান

বিদ্যালয়ের পুঁথিগত বিদ্যার পাশাপাশি লেখাপড়ার সঙ্গে শিল্পচর্চারও বিশেষ প্রয়োজন। শিশুমনে শিল্পকলা বিকাশে প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের শিল্পকলা চর্চা অতি প্রয়োজনীয়।

সম্প্রতি সর্বভারতীয় শিল্পকলা পরিষদের বার্ষিক সমাবর্তন ও শিল্পকলা অনুষ্ঠানের বার্ষিক চিত্র কর্মশালা ১৬.৫.২২ অনুষ্ঠিত হল কলকাতার বিধাননগরের লবণহ্রদ বিদ্যাপীঠে। এই চিত্র কর্মশালায় পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রায় ৩৫০ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। এ, বি, সি ও ডি চারটি গ্রুপে অঙ্কন প্রতিযোগিতা হয়। প্রতি গ্রুপের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীদের পুরস্কার ও শংসাপত্র দিয়ে সম্মাননা জানানো হয়।

এই কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয়া শ্রীমতি রত্না ভৌমিক, পৌর প্রতিনিধি বিধাননগর পৌরনিগম, শ্রী অরুণকুমার চক্রবর্তী, প্রিন্সিপাল রেখাচিত্রম, বিশেষ অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী অশোক মল্লিক, বরুণ সাহা, বিশিষ্ট ভাস্কর গৌতম পাল, বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী চৈতালি বিশ্বাস, বিশিষ্ট শিল্পী বিবেকানন্দ মুখার্জী, লবণহ্রদ বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক সজলকান্তি মন্ডল এবং বিশিষ্ট বাচিক শিল্পী ও সঞ্চালক আশিষ হাজরা প্রমুখ।

'দি চিত্রালয় স্কুল অফ আর্ট'এর শিল্পকলা ওয়ার্কশপ ও আউটডোর স্টাডি

গত ১লা জুন ২০২২ নদিয়ার বীরনগরের চিত্রকলা চর্চার আদর্শ প্রতিষ্ঠান 'দি চিত্রালয় স্কুল অফ আর্ট'-এর পক্ষ থেকে আয়োজন করা হয়েছিল শিল্পকলা ওয়ার্কশপ ও আউটডোর স্টাডি। অনুষ্ঠানটি সকাল ৯টায় শুরু হয় এবং চলে বেলা সাড়ে চারটা পযন্ত। অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হয়েছিল বীরনগরের পার্শ্ববর্তী তাহেরপুর নোটিফায়েড এলাকায় সুসজ্জিত পিকনিক গার্ডেনে। দি চিত্রালয় স্কুল অফ আর্টএর প্রায় ৪০ জন ছাত্রছাত্রী স্বতস্ফূর্তভাবে এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। সেই সঙ্গে অভিভাবকদের বিশেষ করে মায়েদের আগ্রহ ছিল চোখে পড়ার মতো।

দি চিত্রালয় স্কুল অফ আর্ট-এর প্রধান শিক্ষক অভিজিৎ সরকার বলেন, 'আমরা প্রকৃতির সন্তান, প্রকৃতির মাঝেই আমরা লালিত পালিত হই। প্রকৃতির থেকে বড় শিক্ষক বোধহয় আর কেউ নেই। তাই প্রকৃতির মাঝে ছায়া ঘেরা মনোরম পরিবেশে খোলা আকাশের নীচে ছবি আঁকা লোভ সামলাতে পারলাম না।' সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটিতে সার্বিক ভাবে সহযোগিতা করেন তাহেরপুর পৌরসভা তৎসহ পৌরসভার পৌরপতি উত্তমানন্দ দাস। তিনি বলেন, 'আমি শিল্পকলা পৃষ্ঠপোষকতায় কোনো খামতি রাখি না। শিল্পী অভিজিৎ সরকার আমার পূর্ব পরিচিত এবং আমার স্নেহভাজন। আমি অভিজিৎ-এর প্রতিষ্ঠানের শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।'

শুধুমাত্র এই আউটডোর স্টাডি বা ওয়ার্কশপই নয়, দি চিত্রালয় স্কুল অফ আর্ট সারা বছর জুড়েই ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থে শিল্পচর্চা বিষয়ক বিভিন্ন প্রকার আকর্ষণীয় ইভেন্ট নিয়ে আসে। এছাড়াও জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন শিল্পগোষ্ঠীর সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে বৃহৎ পরিসরে সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করে। ঠিক যেমন কিছুদিন আগেই ১৬ মে সর্বভারতীয় শিল্পকলা পরিষদ আয়োজিত 'অল ইন্ডিয়া ড্রয়িং কম্পিটিশন' এবং 'ওয়ার্কশপ'এ অংশ নিয়ে জাতীয় স্তরে প্রথম (গোল্ড) ও তৃতীয় (ব্রোঞ্জ) পদক জিতে নেয়।

১ জুনের আউটডোর স্টাডি এবং ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আনন্দ অঙ্গন পত্রিকা সহ বেশ কিছু নিউজ মিডিয়া। আনন্দ অঙ্গন পত্রিকা এবং পত্রিকার সম্পাদক কার্তিক চন্দ্র সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়ে অভিজিৎ সরকার বলেন, 'আপনার পত্রিকার মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের নবীন ও ক্ষুদে শিল্পীরা যেভাবে সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের সুযোগ পাচ্ছে তার জন্যে আপনার পত্রিকার টিমকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।'

চিত্ত যেথা ভয় শূন্য, উচ্চ যেথা শির

আনন্দ-অঙ্গন

সম্পাদকীয়

বর্তমান সংখ্যা এপ্রিল মাসে প্রকাশিত হবার কথা, কিন্তু পারতপক্ষে বিশেষ কিছু অসুবিধার জন্য এই সংখ্যা প্রকাশ করতে একটু বিলম্ব হল। সকলে বিষয়টিকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন আশাকরি। বাংলা নববর্ষের অনেকগুলো লেখাও কাট-ছাট করতে হয়েছে। মূলত বর্তমান সংখ্যায় প্রাধন্য পেয়েছে শিল্পকলা সংক্রান্ত গুচ্ছ লেখা, রবীন্দ্র-নজরুল জন্মজয়ন্তী, সত্যজিৎ, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি। এর পরবর্তী সংখ্যা পুজো সংখ্যা, সকলের শুভেচ্ছা ও শুভ কামনায় আনন্দ অঙ্গন পত্রিকা।

বিধাননগর নাগরিক মঞ্চের রবীন্দ্র নজরুল স্মরণ

‘এই ভারতবর্ষ থেকেই উদ্ভাসিত হয়েছিল একাত্ম মানবতার কথা বিশ্বের সকলেই সকলের কুটুম্ব।’ ২৯ মে বিধাননগর নাগরিক মঞ্চ ও বাংলার মন-এর সহযোগিতায় রবীন্দ্র, নজরুল স্মরণে বিধাননগর নাগরিক মঞ্চের সভাপতি সুশান্ত রঞ্জন পাল তার উদ্বোধনী ভাষণে উপরিউক্ত কথাটি উল্লেখ্য করেন। ভারত দর্শনে তিনি রবিঠাকুর ও বিদ্রোহী কবি নজরুলের কথাও তুলে ধরেন। আমন্ত্রিত সম্মানীয় অতিথি নারায়ণ চক্রবর্তী দুই কবির স্মৃতিচারণে তাঁদের সাহিত্য সৃষ্টির বেশ কয়েকটি অংশকে তার বক্তব্যে ফুটিয়ে তোলেন। অনুষ্ঠানের প্রধান পৃষ্ঠপোষক দেবাশীষ জানা এই অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে সংস্থার সূত্রপাত এবং অদূর ভবিষ্যতে বৃহৎ দৃষ্টিকোণের কথা বলেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটিকে রবীন্দ্র, নরুল সঙ্গীত ঝর্ণায়, অভাবনীয় নুপূরের ছন্দে এবং শ্রুতি নাটক ও আবৃত্তির প্রবাহে উপস্থাপিত করা হয়। সঙ্গীতে অগ্নিভ বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তনু রায়চৌধুরী, অপলা বসু, সোমা চক্রবর্তী, সুতপা রায় ঘোষ, পরিবেশনায় দুই কবির সৃষ্টি বার্তা সুচারু রূপ নেয়। আবৃত্তি ও শ্রুতি নাটক পরিবেশনে ছিলেন মৌসুমী আদক, দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, চান্দ্রেয়ী দত্ত ও মানব রায় এবং শেষপর্বে মিতা মজুমদার, অর্পিতা চ্যাটার্জী ও তাদের সহযোগী নৃত্য শিল্পীদের দুই কবির অনবদ্য সৃষ্টিকে নুপুরের ঝংকারে শ্রোতা দর্শকদের মনমুগ্ধ করে। এ ছাড়াও নৃত্য পরিবেশনায় ছিলেন অনুষ্কা দাস, সিমন্তিনি প্রামাণিক, রোশনী দে। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুন্দর ও সাবলীল কণ্ঠে সঞ্চালনায় ছিলেন আশীষ হাজরা।

‘চিত্রণ স্কুল অফ আর্ট’-এর চিত্রপ্রদর্শনী

নদীয়া জেলার বীরনগর শহরে ‘চিত্রণ স্কুল অফ আর্ট’-এর প্রধান শিক্ষক সম্রাট সাহার তত্ত্বাবধানে দোল পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে লালন মেলাতে ২০২২ সালে, ১৮ মার্চ একটি চিত্রকলা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। উক্ত চিত্রকলা প্রদর্শনীতে সারা বাংলা লালন মেলা কমটির কর্ণধার প্রণয় দাস সহ কিছু গুণীজনের উজ্জ্বল উপস্থিতি লক্ষণীয়।

সর্বভারতীয় শিল্পকলা পরিষদ

রেখা চিত্র (Line Drawing)

রেখা হল ছবি আকার প্রধান অঙ্গ। শুধুমাত্র রেখা'র দ্বারা কোন কিছুর রূপ নিলে তাকে রেখাচিত্র (**Line Drawing**) বলা হয়। রেখা অনেকপ্রকার হয় যেমন সরল রেখা, ললিত রেখা, রিজু রেখা এই সমস্ত রেখা একসাথে করে চিত্রের রূপ দেওয়া হয়। এই রেখা মানুষের একরকম কল্পনা। সভ্যতার ইতিহাসে গুহামানবের যুগ থেকে আরম্ভ করে আধুনিক বর্তমান যুগে এই রেখাচিত্রের প্রভাব পরিলক্ষিত। ঐতিহাসিক যুগে গুহামানবরা কল্পনার মাধ্যমে নিজের ধ্যানধারণাকে গুহার গায়ে, গুহার ছাদে নোখের আঁচড়ে পোড়া কাঠ বা কাঠকয়লার মাধ্যমে মহান কীর্তির উপস্থাপনা করে চিত্রিত করেছিল, উদাহরণস্বরূপ, স্পেনের আলতামিরা গুহা, রোমের চিত্রকলা, বাইজানটাইন চিত্র, ইত্যাদি। ঠিক অনুরূপ বর্তমানের বিশশতকের আধুনিকতম শিল্পীরা যথা যামিনী রায়, নন্দলাল বসু, বিদেশের পাবলোপিকাসো, মাতিস সেই একই পদ্ধতিতে রেখা শিল্পশৈলিকে মহামানব সমাজের সামনে তলে ধরেছেন।

ভারতে প্রথম আধুনিক চিত্রকর

অশোক মল্লিক : ভারতবর্ষে আধুনিক চিত্রকলা শুরু হবার সাল তারিখ হয়ত সেভাবে নির্দিষ্ট করা যায় না। তবে ছবি দেখার অভিজ্ঞতা থেকে এটুকু বলা যায়, যার সৃষ্টি থেকে চিহ্নিত হয়ে থাকবে ভারতের আধুনিক চিত্রকলার ইতিহাস, নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে তিনি হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথ আমদের কাছে শুধুমাত্র একজন কবি, সাহিত্যিক, ছোটগল্পকার, নাটক, প্রবন্ধ লেখক বা সর্বপরি একজন সঙ্গীত স্রষ্টা ছিলেন না। তিনি একজন চিত্রকরও ছিলেন। চিত্রকলার ক্ষেত্রে প্রথম ভারতীয় আধুনিক শিল্পী বলা হয় রবীন্দ্রনাথকে। তাঁর চিত্রচর্চা কোন প্রথাগত শিক্ষা ছিল না। তাঁর চিত্রকলা প্রায় প্রস্তুতি বিহীন এক স্বতঃস্ফূর্ত উৎসারণ। রূপবিন্যাসের দিক থেকে তা কেবল এক প্রতিবাদী অভিব্যক্তি। কল্পনার রসে চুবিয়ে শত শত মুখবরয় সৃষ্টি করে গেছেন। কেউ চেনা, কেউ অচেনা - নারী বা পুরুষ। রঙ্গিন কালিতে মুখের মধ্যে বিমূর্ত অভিব্যক্তি। কখনও রেখায় ব্যঙ্গাক্ত ভাবের সঞ্চারণ। অজস্র প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী। কখন ধূসর রং-এ, কখনও বা উজ্জ্বল রঙ্গিন কালিতে। রবীন্দ্রনাথের পাশাপাশি অন্য ধারায় কাজ করে গেছেন শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আবার আলো আঁধারীর খেলায় বা ব্যাঙ্গাক্ত ধারায় পরিবারের গগণেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সম্পূর্ণ প্রাচ্য ভাবধারায় ভারতের চিত্রকলাকে সমৃদ্ধ করেছেন অবনঠাকুর। আবার পাশ্চাত্য কিউবিজমে প্রভাবিত হয়ে চিত্রকলা সৃষ্টি করেছেন গগণ ঠাকুর। ‘অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো, সেই তো আমার আলো’ - এক আলোর উপস্থিতি রবীন্দ্রনাথের ছবিতে। একদিকে অন্ধকার আর অন্যদিকে জীবনের সংঘাতের অনিবার্য পরম্পরা যার উৎস। যে আলোর চরিত্র অনুভব করা যায় তার ছবিতে। আবার তার ছবির আলো যেন অন্ধকারের বিন্যাস। রূপ ও ভাবে সমন্বয়ের এই সম্পূর্ণতাই রবীন্দ্রনাথের ছবির অনন্যতা। ভারতের আধুনিক চিত্রকলার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের অবদান তাই গভীর প্রসারী।

আমার পার্বণের দিন শিলাই নদীতে বাঁধ ভাঙে

সুচরিতা চক্রবর্তী

আরও কিছুদিন থাকো আমার বাড়ি
কিছুদিন বারান্দায় একসাথে বসি—
ভাঁড়ারে আছে তাল গুড় আর চিঁড়ে
আর কিছু দূরে শিলাই নদী।
স্বজন হারানোর মতো রোজ পাড় ভাঙে
স্পর্শ হারায় ভদ্রাসন-জমি-জিরেত সব।
একটা পিওন আসে প্রায় —
উকিলে চিঠি, কোথাও কিছু মাটি কেউ দখলে নিলো;
তারই খবর দিয়ে যায়
এই বারান্দায়।
কোনো বিষ পিঁপড়ে আসে না এখানে
কাঠবিড়ালি আসে ফাল্গুন আসে।
আর কিছদিন থাকো আমারবাড়ি, আকাশমণির চারায়
নতুন কুঁড়ি ধরেছে।
বিগত বছরের সমস্ত কবিতা তোমার হাতে তুলে দেবো,
অলৌকিক পাখি জানালার পেছনে আজীবন ঘরের মুখে
চেয়ে রইলো।
ভোগ-আন্দোলন স্বপ্নের জৌলুশ অধিকার করে আছে
নিঃসঙ্গ বাগান, জীবনী লিখতে লিখতে তোমাকে সহসা
বিদায় জানাতে পারি না। আমাকে ক্লেদ আর পিছুটান
থেকে বিশুদ্ধ করতে পারে পার্বণের দিন।
তুমি আমার ঘরে থাকো আরো কিছুদিন।

দুদণ্ড কবিতা

সুশীল মণ্ডল

বিজয় দুপুরবেলায়
আঙুলগুলো কবিতা খোঁজে
নিরুদ্দেশ নদীর স্রোতের মধ্যে

কবিতার উন্মোচনে কবিতার সমর্পণে
নিজেকে জড়িয়ে খিড়কীর দরজা খুলে
তেপান্তর পেরিয়ে যেতে চাই
নিবিষ্ট কোনো চোখ বন্ধ সকালে।

পাখিদের মুগ্ধ কলরবে
বিস্তির্ণ ভালোবাসার বর্ণময় আকাশে
কবিতা যখন স্পন্দিত
আমি সেখানেই দুদণ্ড কবিতার
আলো খুঁজে পেতে চাই

একজন ছাত্রের শুধু পাঠ্যপুস্তক পড়ে শিক্ষিত হওয়াই যথেষ্ট নয়, তার সঙ্গে সামাজিক দায়বদ্ধতার পাশাপাশি শিল্পকলা এবং বাস্তবমুখী শিক্ষার জ্ঞান থাকাও আবশ্যক।

অপরাজেয় সত্যজিৎ

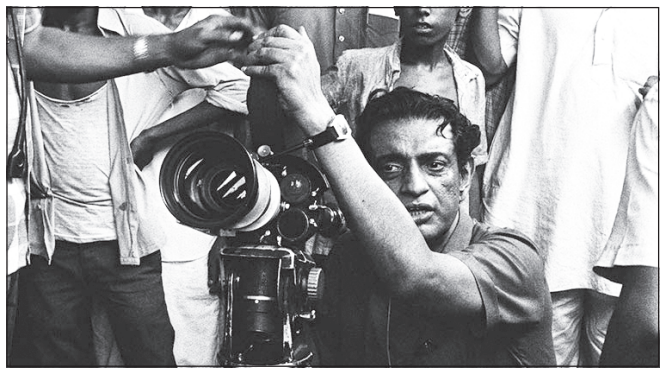

অরুণ কুমার চক্রবর্তী : ১৯৭৪/৭৫ সালে ময়দানে অনুষ্ঠিত হয় কলকাতা অ্যান্টি ফ্যাসিস্ট কনফারেন্স। ফ্যাসি বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে সেখানে বিভিন্ন অনুষ্ঠান হয়। যেমন - প্রদর্শনী, বক্তৃতা, আলোচনা এবং খোলা মাঠে থাকতো চলচ্চিত্র প্রদর্শন। আমার মায়ের একটি শিল্প প্রদর্শনী আয়োজিত হয় ওই ময়দানের একটি প্রেক্ষাগৃহে।

ওখানেই খোলা আকাশের নীচে প্রথম দেখা সত্যজিৎ রায় নির্মিত 'পথের পাঁচালী'। (The Time of India. "It is absurd to compare it with any other Indian cinema... Pather Panchali is pure cinema" 'ভারতীয় কোন চলচ্চিত্রের সঙ্গে একে তুলনা করা অবাস্তব... পথের পাঁচালী হল বিশুদ্ধ চলচ্চিত্র'।)

সত্যজিৎ রায়, চিদানন্দ দাশগুপ্ত ও আরো কিছু বন্ধুদের সাথে মিলে ১৯৪৭ সালে তৈরি করেন ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি। পরবর্তীকালে ১৯৪৯ সালে পরিচালক জঁ রনোয়ার তাঁর 'দ্য রিভার' ছবিটির শুটিং করতে কলকাতায় আসেন এবং সত্যজিৎ তাঁকে গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন জায়গা খুঁজতে সাহায্য করেন।

জঁ রনোয়ার সঙ্গে আলাপ এবং পরিচালক Vittorio De Sica-র তৈরি "Bicycle Thieves", 1948 (Italian

Neorealism)- ছবি দেখার পর সত্যজিৎ ছবি তৈরি করার কথা ভাবতে থাকেন। সত্যজিৎ স্বীকার করেছেন যে তিনি Jean-Luc Godard ও Francois Roland Truffaut মত পরিচালকদের দ্বারাও প্রভাবিত হন। তাঁর দীর্ঘ ছবি তৈরির মধ্যে দিয়ে অবচেতনে কোন না কোন ভাবে তিনি জঁ রনোয়ার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে গেছেন।

আমি এবং আমার কয়েকজন বন্ধু Gorky Sadan-এর Eisenstein Cine Club-এর নিয়মিত দর্শক ছিলাম, পরবর্তী কালে চলচ্চিত্র শিক্ষা ও চলচ্চিত্র নির্মাণে আগ্রহী হয়ে উঠি। Eisenstein Cine Club-এর প্রথম সভাপতি ছিলেন সত্যজিৎ রায়। সেখানে আমাদের Eisenstein, Pudovkin, Dovzhenko, Geraimov, Chukhrai, Bondarchuk, Tarkovsky, Paradzhanov, Mikhalkov, Jancso, Szabo, Menzel, Fabri, Meszaros, Alea, Triffaut, Godard, Bunuel, Kutosawa, Bergman-এর মত পরিচালকদের ছবি দেখার সুযোগ ঘটে। সেই সময় আমরা ভালো ছবি দেখার একটা প্রয়াস চালিয়ে যেতাম। দেশীয় ছবি দেখার সঙ্গে সঙ্গে বিদেশি ছবি দেখার একটা প্রবণতা আমাদের মধ্যে গড়ে উঠেছিল।

আমাদের সময় চলচ্চিত্র শিক্ষার তেমন কোন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কলকাতায় ছিল না। প্রথম Appreciation Course শুরু হয় Chitrabaniতে, তারপর Gorky Sadan, Max Muller Bhavan এবং পরবর্তী কালে নন্দনে। আমি এবং আমার গুটিকয়েক বন্ধু মিলে প্রায় সবকটি Course-এ যোগদান করেছি। নন্দনের Course Certificate-এ স্বাক্ষর করেছিলেন সত্যজিৎ রায় এবং সেটি আমাদের হাতে তুলে দেন আর এক বরেণ্য চিত্র পরিচালক শ্রী মৃণাল সেন।

তখনও SRFTI-এব গোড়াপত্তন হয়নি। চলচ্চিত্রের ছাত্র হিসাবে আমাদের যে বিষয়টির ওপর নজর দেওয়ার কথা বিভিন্ন চলচ্চিত্র বিশেষজ্ঞরা বোঝাতেন তা হলো সত্যজিৎ রায়ের ছবি তৈরির ক্ষেত্রে চিত্রনাট্যের বৈশিষ্ট্য।

শান্তিনিকেতনে থাকার সময় সত্যজিৎ শিক্ষক হিসেবে পেয়েছিলেন শিল্পী নন্দলাল বসু ও শিল্পী বিনোদ বিহারী মুখোপাধ্যায়কে। ক্যালিগ্রাফি ও লেটারিং-এ বিশেষ দক্ষ হয়ে ওঠেন এবং পরবর্তী ক্ষেত্রে বইয়ের প্রচ্ছদ তৈরিতে ওনার যথেষ্ট সুনাম হয়। চিত্রনাট্য লেখার সঙ্গে সঙ্গে থাকত তাঁর সেই দৃশ্যের এক সরল চিত্রণ শৈলী, যা পরবর্তী ক্ষেত্রে তাঁর শুটিং স্ক্রিপ্টের সহায়ক ছিল। কাঞ্চনজঙ্ঘা (১৯৬২) সত্যজিৎ-এর সঙ্গীতনির্ভর ছবি। প্রথম রঙিন ও মৌলিক চিত্রনাট্যনির্ভর চলচ্চিত্র। ছবিটি প্রথমে বিরাট একটি ম্যানশনে শুটিং করারকথা ছিল, কিন্তু পরে সত্যজিৎ দার্জিলিং-এর পাহাড়ী রিসোর্টে দৃশ্যগ্রহণ করেন। কারণ তিনি চেয়েছিলেন আলো আঁধার ও কুয়াশার ব্যবহার করে দৃশ্যগুলিকে আরো বাস্তবমুখর করে তুলতে। পরে স্মৃতিচারণে সত্যজিৎ বলেন যে তিনি চিত্রনাট্য এমনভাবে করেন যাতে যে কোন ধরনের আলোতেই তা দৃশ্যগ্রহণ করা সম্ভব।

চলচ্চিত্র মানেই বোধহয় বড়দের জন্য, কিন্তু উপেন্দ্র কিশোরের লেখা ছোটদের জন্য একটি গল্পকে ভিত্তি করে সত্যজিৎ করলেন সঙ্গীতধর্মী রূপকথা 'গুপী গাইন বাঘা বাইন'। অর্থাভাবে ছবিটি সাদা কালোয় করতে হয় কিন্তু পরবর্তী ক্ষেত্রে যথেষ্ট ব্যবসায়িক সাফল্য পায়।

'শতরঞ্জ কি খিলাড়ি'র একটি দৃশ্যকে দেখে 'নাইপল' শেক্সপিয়ারের নাটকের সাথে তুলনা করেছিলেন - "only three hundred words are spoken but goodness! terrific things happen." ১৯৭৭ সালে সত্যজিৎ প্রথম হিন্দিতে ছবি নির্মাণ করেন। এটি একটি ব্যয়বহুল ও তারকাসমৃদ্ধ ছবি, যাতে সঞ্জীব কুমার, সাইদ জাফরি, আমজাদ খান, শাবানা আজমি, ভিক্টর বন্দ্যোপাধ্যায়, রিচার্ড অ্যাটনবারোর মত অভিনেতারা অংশ নেন, ধারাভাষ্যে অমিতাভ বচ্চন।

সত্যজিৎ একাধারে চিত্রনাট্য, সঙ্গীত, সম্পাদনা, কস্টিউম ডিজাইন, চিত্রগ্রহণ, প্রচারপত্র, নকশা ও ছবি পরিচালনার সাথে সাথে তিনি ছিলেন কল্পকাহিনী লেখক, চিত্রকর, প্রকাশক, সম্পাদক ও চলচ্চিত্র সমালোচক। যে কোন একটি বিষয়কে নিয়েই সত্যজিতের ওপর দীর্ঘ আলোচনা করা যেতে পারে।

সত্যজিৎ রায়ের ছবির দ্বারা প্রভাবিত হন অনেক চিত্র পরিলাচক, তার মধ্যে Shyam Benegal, Aparna Sen, Goutam Ghosh, Upalendu Chakraborty, Rituparno Ghosh, Sujoy Ghosh বাংলাদেশের Taraq Masud, Tanvir Makammel-রা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ক্রিকেটে যেমন ব্র্যাডম্যান, ফুটবলে যেমন পেলে, তেমনি ভারতীয় চলচ্চিত্রে সত্যজিৎ রায় ছিলেন আমাদের মত চলচ্চিত্র প্রেমীদের কাছে পথিকৃত।

আসা-যাওয়া

আশিষ হাজরা

যা তোমার, সেতো তোমারই ছিল
কালের স্রোতে আবার চিনে নিল তোমায়।
কতদিন কত ভাবে ভেবেছো অন্যরকম
মিথ্যে ভাবনার তুফান তুলেছো মনে,
অকারণ সঙ্কট আর সংশয় ঘিরেছে তোমায়
বিষণ্ণ বাগিচায় ফুল ফোটেনি কতদিন!
কালো ধোঁয়ায় আকাশ হয়েছে কালো
বৃষ্টি আসবে বলে অপেক্ষা করেছিলে সেদিন
আহত করেছো সম্পর্কের দেহ সৌষ্ঠব
যেন কুরু পান্ডবের মহাভারতের মর্মান্তিকতা।
অবসর যদি কখনো অতীতের সুরকে কাছে আনে
শূন্যতাকে ভরিয়ে তোলে সেদিনের গানে!
ভেসে যাওয়া তরির, মাঝি মনের মাঝ দরিয়ায়
জেনো আজও হারানো হাওয়ায় দাঁড়খানি বায়।

ফাগুনে বৃষ্টি

মণিশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

আলো ঝলমলে আকাশ ক্যানভাসে
সাত রঙের খেলা,
হঠাৎ দেখি মেঘমল্লারের গর্জন
ঝুপ করে নেমে এসে স্নান করিয়ে দেয়
পলাশের বিকেলটাকে।

জোর বৃষ্টি দিনের শেষে
নিয়ে আসে আবেগ
সবুজ রূপকথা খেলা করে বুকে,
মনের মেঘ ধুয়ে যায় অবশেষে।

বসন্তের ভেজা হাওয়া
থামিয়ে দেয় কোকিলের কুহুতান,
দিন ধীর গতিতে এগিয়ে যায় অন্ধকারের দিকে
আমের মঞ্জরীর গন্ধ বিকেল ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে
প্রণয়ের নৈবেদ্য হাতে,
আমি তোমার মধ্যে আবার হারানো সন্ধেবেলা
খুঁজে পাই,
অনেক কথা, বিরহ ব্যথা
শেষ হয় সব নিঃসঙ্গতা।

দ্বিশত বর্ষের স্মৃতিচারণে বিদ্যাসাগর

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঊনবিংশ শতকের একজন বিশিষ্ট বাঙালি শিক্ষাবিদ, সমাজ সংস্কারক ও গদ্যকার। সংস্কৃত ভাষাও সাহিত্যে অগাধ পান্ডিত্যের জন্য সংস্কৃত কলেজ থেকে ১৮৩৯ সালে তিনি বিদ্যাসাগর উপাধি লাভ করেন। সংস্কৃত ছাড়াও বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল তার। তিনিই প্রথম বাংলা লিপি সংস্কার করে তাকে যুক্তিবহ ও সহজপাঠ্য করে তোলেন। বাংলা গদ্যের প্রথম সার্থক রূপকার তিনিই। তাকে বাংলা গদ্যের প্রথম শিল্পী বলে অভিহিত করেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি রচনা করেছেন যুগান্তকারী শিশুপাঠ্য বর্ণপরিচয় সহ একাধিক পাঠ্যপুস্তক, সংস্কৃত ব্যাকরণ গ্রন্থ। সংস্কৃত, হিন্দি ও ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ সাহিত্য ও জ্ঞানবিজ্ঞান সংক্রান্ত বহু রচনা। নারীমুক্তি আন্দোলনেও তার অবদান উল্লেখযোগ্য।

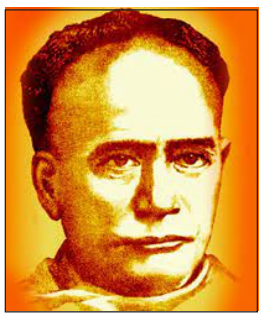

অন্যদিকে বিদ্যাসাগর মহাশয় ছিলেন একজন সমাজ সংস্কারকও। বিধবা বিবাহ ও স্ত্রী শিক্ষার প্রচলন, বহুবিবাহ ও বাল্য বিবাহের মতো সামাজিক অভিশাপ দূরীকরণে তার অক্লান্ত সংগ্রাম আজও স্মরিত হয় যথোচিত শ্রদ্ধার সঙ্গে। বাংলার নবজাগরণের এই পুরোধা ব্যক্তিত্ব দেশের আপামর জনসাধারণের কাছে পরিচিত ছিলেন 'দয়ার সাগর' নামে। দরিদ্র, আর্ত ও পীড়িত কখনোই তার দ্বার থেকে শূন্য হাতে ফিরে যেত না। এমনকি নিজের চরম অর্থসঙ্কটের সময়ও তিনি ঋণ নিয়ে পরোপকার করেছেন। তার পিতামাতার প্রতি তার ঐকান্তিক ভক্তি ও বজ্রকঠিন চরিত্রবল বাংলায় প্রবাদপ্রতিম। মাইকেল মধুসূদন দত্ত তার মধ্যে দেখতে পেয়েছিলেন প্রাচীন ঋষির প্রজ্ঞা, ইংরেজের কর্মোদ্যম ও বাঙালি মায়ের হৃদয়বৃত্তি।

বাঙালি সমাজে বিদ্যাসাগর মহাশয় আজও এক প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম মেদিনীপুরে তার স্মৃতিরক্ষায় স্থাপিত হয়েছে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়। রাজধানী কলকাতার আধুনিক স্থাপত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বিদ্যাসাগর সেতু তারই নামে উৎসর্গিত। ২০০৪ খ্রিষ্টাব্দে বিবিসি বাংলা কর্তৃক পরিচালিত জরিপে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ২০ জন বাঙালির মধ্যে অষ্টম স্থান লাভ করেন।

সর্বভারতীয় শিল্পকলা পরিষদের বার্ষিক সমাবর্তন ও অঙ্কন প্রতিযোগিতার ফলাফল

গ্রুপ-এ

গ্রুপ-এ, প্রথম
অনিষ দাস
চারুকলা আর্ট সেন্টার

গ্রুপ-এ, দ্বিতীয়
হাজেল বিলোটিয়া
মেদিনীপুর আর্ট হোম

গ্রুপ-এ, তৃতীয়
প্রিতম বিশ্বাস
বালিয়া শিল্পকলা একাডেমী

গ্রুপ-বি

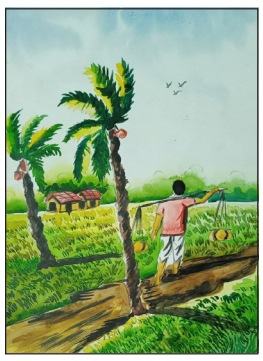

গ্রুপ-বি, প্রথম
রুপক পাল
বালিয়া শিল্পকলা একাডেমী

গ্রুপ-বি, দ্বিতীয়
হিমাংশু পাল
তনু আর্ট সেন্টার

গ্রুপ-বি, তৃতীয়
স্বাধীন রায়
ক্রিয়েটিভ আর্ট সার্কেল

গ্রুপ-সি

গ্রুপ-সি, প্রথম
ত্রিদিপ দাস
দি চিত্রালয় স্কুল অব আর্ট

গ্রুপ-সি, দ্বিতীয়
তিয়াসা সরকার
বালিয়া শিল্পকলা একাডেমী

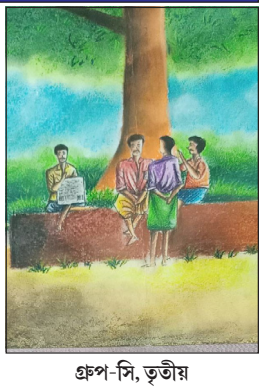

গ্রুপ-সি, তৃতীয়
অঙ্কুশ সরকার
চারুকলা আর্ট স্কুল

গ্রুপ-ডি

গ্রুপ-ডি, প্রথম
ইশিতা কর
কৃষ্টি, দি স্কুল অব আর্ট অ্যান্ড কালচার

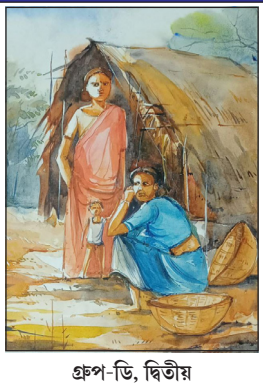

গ্রুপ-ডি, দ্বিতীয়
তন্ময় বালা
তনু আর্ট সেন্টার

গ্রুপ-ডি, তৃতীয়
কুসুম কুমারী সাউ
মেদিনীপুর আর্ট হোম

সর্বভারতীয় শিল্পকলা পরিষদের ২০২১ সালের সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে অঙ্কন প্রতিযোগিতার ফলাফল

গ্রুপ-এ

প্রথম - স্বর্ণ পদক
নাম - স্বরধ্বনী দে
স্কুল - চিত্রক

দ্বিতীয় - রৌপ্য পদক
নাম - কাব্য দাস
স্কুল - আউটলাইন, এ স্কুল অফ ভিসুয়াল আর্ট, নগাঁও

তৃতীয় - ব্রোঞ্জ পদক
নাম - প্রিতম বিশ্বাস
স্কুল - বালিয়া শিল্পকলা একাডেমী

তৃতীয় - ব্রোঞ্জ পদক
নাম - প্রিয়াংশু পাল
স্কুল - পামেলা প্রকৃতি প্রণয়ন

তৃতীয় - ব্রোঞ্জ পদক
নাম - অঙ্গনা দাস
স্কুল - শ্রী সঙ্গীত চক্র

গ্রুপ-বি

প্রথম - স্বর্ণ পদক
নাম - দেবস্মিতা দেবনাথ
স্কুল - সঙ্গীতা আর্ট স্কুল

দ্বিতীয় - রৌপ্য পদক
নাম - প্রিয়াসা মল্লিক
স্কুল - ভেনাস আর্ট কলেজ

তৃতীয় - ব্রোঞ্জ পদক
নাম - অঙ্কিতা কর
স্কুল - আশা চিত্রলতা আর্ট স্কুল

তৃতীয় - ব্রোঞ্জ পদক
নাম - প্রতিমা মুর্মু
স্কুল - শিল্পকলা আর্ট স্কুল

তৃতীয় - ব্রোঞ্জ পদক
নাম - স্নেহা দে
স্কুল - এসএম আর্ট একাডেমী

গ্রুপ-সি

প্রথম - স্বর্ণ পদক
নাম - অঙ্কুশ সরকার
স্কুল - চারুকলা আর্ট স্কুল

দ্বিতীয় - রৌপ্য পদক
নাম - অঙ্কিতা মেটে
স্কুল - মেদিনীপুর আর্ট হোম

তৃতীয় - ব্রোঞ্জ পদক
নাম -সায়নি বিশ্বাস
স্কুল - বালিয়া শিল্পকলা একাডেমী

তৃতীয় - ব্রোঞ্জ পদক
নাম - অরণ্য পাল
স্কুল - মৌটুসী, এ স্কুল অফ ড্রইং অ্যান্ড কালচার

তৃতীয় - ব্রোঞ্জ পদক
নাম - শ্রেয়া চক্রবর্তী
স্কুল - প্রাইম আর্ট সেন্টার

গ্রুপ-ডি

প্রথম - স্বর্ণ পদক
নাম - শাশ্বতী চন্দ
স্কুল - তনু আর্ট সেন্টার

দ্বিতীয় - রৌপ্য পদক
নাম - সায়ন দত্ত
স্কুল - আলোছায়া

তৃতীয় - ব্রোঞ্জ পদক
নাম - রোহিত দাস
স্কুল - চিত্রন স্কুল অফ আর্ট

তৃতীয় - ব্রোঞ্জ পদক
নাম - মৌবনি পাল
স্কুল - দি চিত্রালয় স্কুল অফ আর্ট

তৃতীয় - ব্রোঞ্জ পদক
নাম - জয়শ্রী দাস
স্কুল - চারুকলা আর্ট স্কুল

নাট্যোৎসব ও গ্রন্থ প্রকাশ

ইভা মন্ডল : বিগত ২৭ মার্চ ২০২২, ফুলমালঞ্চ 'কথানাট্য সংস্থা'র পক্ষ থেকে ক্যানিং নোনাঘেরীর নরেশ নিয়তি মঞ্চে নাটক অভিনয় এবং বিমলেন্দু পুরকাইতের 'স্বপ্নীল আকাশে দিপ্তীহীন সন্ধ্যা' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। যে সমস্ত নাটক পরিবেশিত হয় সেগুলি হল - ১) বাঘাযতীন আলাপ (কলকাতা), সুমিত কুন্ডুর নির্দেশনায় পার্থসারথি ঘোষের নাটক 'অস্তাচলে'। ২) কৃষ্ণনগর জীবনের ঐক্যতান (নদীয়া) ড্রাগ ও কিলস লাইফ, নাটক ও নির্দেশনা শুভ্রা রায়। ৩) ফুল মালঞ্চ কথানাট্য সংস্থার (বাসন্তী) নাটক 'বৈতরণী' নাটক ও নির্দেশনা গণপতি নস্কর। মহামারি করোনার পরে মানুষের মনে আনন্দ দিতে সম্পূর্ণ সমাজ জীবনের প্রতিফলন এই নাটকগুলিতে ফুটে উঠেছে।

সর্বভারতীয় শিল্পকলা পরিষদ
ঘোলা (সি ব্লক), প্লট নং- ৭২১, সোদপুর, কলকাতা-৭০০ ১১০
যোগাযোগ ঃ 8617847889/9382831611/ 9874566708/8910739009
Email : shilpakalaparishad@gmail.com
Whatsapp: 8617847889/9874566708
ব্রাঞ্চ অফিস ঃ এন. পি. এ-৩৫৫, নজরুল পল্লী, ইলেকট্রনিক কমপ্লেক্স, সেক্টর-৫, বিধাননগর, কলকাতা-১০২, যোগাযোগ ঃ ৯৮৭৪৫৬৬৭০৮
Facebook : sarbabharatiya shilpakala parishad

সর্বভারতীয় শিল্পকলা পরিষদ
বর্তমানে সারা ভারতের বিভিন্ন জায়গায় থাকা চিত্রশিল্পী, অঙ্কন শিক্ষক, শিক্ষিকার দ্বারা প্রশংসিত। এই প্রতিষ্ঠান শিল্পীর শৈল্পিক স্বপ্নকে জাগিয়ে তুলবে সৃষ্টির প্রেরণার মাধ্যমে।
সর্বভারতীয় শিল্পকলা পরিষদের শিল্প সমৃদ্ধ পাঠাগার, শিল্পকলা ও অঙ্কন শিল্পীদের অধ্যয়ন এবং গবেষণা ক্ষেত্রে সহায়ক হবে।

কার্ত্তিক চন্দ্র সরকার কর্তৃক এন. পি. এ-৩৫৫, নজরুল পল্লী, ইলেকট্রনিক কমপ্লেক্স, সেক্টর-৫, বিধাননগর, কলকাতা-১০২ হইতে প্রকাশিত ও মুদ্রিত।
যোগাযোগ ঃ ৯৮৭৪৫৬৬৭০৮ (মোঃ ও হোয়াটস্অ্যাপ)। সম্পাদক ঃ কার্ত্তিক চন্দ্র সরকার। E-mail : k.sarkar151071@gmail.com